তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৯৭০

**নিষ্ঠার সাথে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নির্দেশ ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে):

 ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ বলেছেন, করোনা পরিস্থিতির এই জাতীয় সংকটকালে  সবাইকে সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে  সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে  সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমুহের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্লপ সমুহের মে মাসের অগ্রগতি পর্যালোচনার অনলাইন  সভায় সভাপতির বক্তব্যে  এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের মহামারির কারণে সারা পৃথিবীতে মানুষের সাধারণ জীবনাচারণ, চলাচল, অর্থনৈতিক  কর্মকাণ্ড সবকিছুই  স্থবির হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশও এ ভয়াবহ বিপদের বাইরে নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশের সকল মানুষের জীবন জীবিকা রক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার কর্মকর্তা- কর্মচারীগণ শারীরিক উপস্থিতি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম  ব্যবহার করে  অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে  দেশের মানুষের প্রতি  দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। সেজন্য তিনি ধর্ম  বিষয়ক  মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থায়  কর্মরত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানান।

 অনলাইন সভায় প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ  প্রকল্পের এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন  অগ্রগতি তুলে ধরেন।  একই সাথে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতিতে প্রকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমুহ তুলে ধরা হলে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী তাঁদের প্র‍য়োজনীয় দিকনির্দেশনা  প্রদান করেন।

 ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. মো. মোয়াজ্জেম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই অনলাইন সভায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ নুরুল  ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব সংস্থা মো. আঃ হামিদ জমাদার,অতিরিক্ত সচিব (হজ ও প্রশাসন) এবিএম আমিন উল্লাহ নুরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক আনিস মাহমুদ-সহ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

#

আনোয়ার/ফারহানা/রফিকুল/মিজান/২০২০/২১১৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৯৬৯

### নভেল করোনা ভাইরাসের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্সিং

### সম্পন্ন করল বিসিএসআইআর

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে):

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতিইয়াফেস ওসমানের নির্দেশনায় বিসিএসআইআর-এর জিনোমিক রিসার্চ গবেষণাগারে তিনটি COVID-19 কেসের সম্পূর্ণ সিকোয়েন্সিং সফলতার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যাদি গ্লোবাল ডাটা ব্যাংক Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID)-এ উপস্থাপন করা হয়েছে, যা উক্ত সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। ডাটা অ্যানালাইসিসে দেখা যায় এমাইনো এসিড লেভেলে মোট ৯ টি ভ্যারিয়ান্ট পাওয়া যায়। সিকোয়েন্সিং করার জন্য নমুনা সংগ্রহ করেছে বাংলাদেশ সরকারের আরেকটি প্রতিষ্ঠান National Institute of Laboratory Medicine and Referral Center। প্রাপ্ত নমুনা হতে এ ফলাফল পাওয়া যায়।

 গবেষক দলের প্রধান ড. মো: সেলিম খান, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার এবং প্রকল্প পরিচালক বলেন, এনালাইসিসে বাংলাদেশের এই ভাইরাসটির সাথে সব চাইতে বেশি মিল (৯৯.৯৯%) পাওয়া যায় ইউরোপিয়ান উৎস বিশেষ করে সুইডেনের সাথে। করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য বিসিএসআইআর-এর ৩টিসহ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সর্বমোট ২৩টি পূর্ণাঙ্গ সিকোয়েন্সিং ডাটা হতে কোন সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়া মোটেই যথেষ্ট নয়। উৎস, ক্লাস্টার, ট্রান্সমিশন ডাইনামিক্স, মলিকুলার ডেটিং, ভ্যাক্সিন ডিজাইনসহ অন্যান্য গবেষণা কাজ বেগবান করার জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সনাক্ত হওয়া করোনাভাইরাস Isolate-এর আরও বেশি সিকোয়েন্সিং ডাটা।

দেশের সম্ভাব্য সকল এলাকা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে বিসিএসআইআর-এর জিনোমিক রিসার্চ গবেষণাগারে সিকোয়েন্সিং করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং সে নির্দেশনা অনুযায়ী বিসিএসআইআর-এর জিনোমিক রিসার্চ গবেষণাগারসহ ডিআরআইসিএম-এ কাজটি করে যাচ্ছে। এই কাজটি সম্পন্ন করা হলে একটি পূর্ণাঙ্গ ভিত্তির উপর গবেষণাটি প্রতিষ্ঠিত হবে, ফলে নভেল করোনা (কোভিড-১৯) ভাইরাসের প্রতিষেধক, ওষুধ ও ভ্যাক্সিং আবিস্কারে সহায়তা করবে।

#

বিবেকানন্দ/ফারহানা/রফিকুল/মিজান/২০২০/২১০০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                           নম্বর : ১৯৬৮

**করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে সচেতনতা বাড়াতে হবে**

 **নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে):

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, দেশের ৯৫ ভাগ মানুষ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করছে। ফেরিঘাটের এক হাজার, দুই হাজার বা পাঁচ হাজার মানুষ দেখে বাংলাদেশকে মূল্যায়ণ করা যাবে না।

 প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বিরলে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে  এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের সতর্ক থাকতে হবে। ত্রাণ কার্যক্রমের তালিকায় থাকা কোন নাম যেন বাদ না যায় সে বিষয়ে আরো সজাগ থাকার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, বর্তমানে দেশের কানেক্টিভিটি খুবই স্ট্রং,  এক্ষত্রে ফাঁকি দেয়ার সুযোগ নেই। ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে অনেকে অহেতুক বিতর্ক করেছে । অনেকের নগদ বা বিকাশের অ্যাকাউন্ট নাই। তাই দোকানের বা নিরাপদ কারো নাম্বার দেয়া হয়েছে। তাদেরকে তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়নি।

 উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিনাত রহমানের সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান বাবু, বিরল পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সবুজার সিদ্দিক সাগর, সাধারণ সম্পাদক রমাকান্ত রায়।

 এর আগে বোচাগঞ্জ উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুরুপ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফখরুল হাসানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু সৈয়দ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আফছার আলী, পৌর মেয়র আব্দুস সবুর।

#

জাহাঙ্গীর/ফারহানা/রফিকুল/মিজান/২০২০/১৯৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৯৬৭

**আগামীকাল থেকে চলাচল করবে আট জোড়া ট্রেন**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে):

  করোনা ভাইরাস এর কারণে বন্ধ থাকার পর ট্রেন পুনরায় চালুর বিষয়ে রেলপথ মন্ত্রী মো: নূরুল ইসলাম সুজন আজ রেলভবনে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

 রেলপথ মন্ত্রী এ সময় বলেন,  সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। সাধারণ ছুটি প্রত্যাহারের পর সরকার যাত্রী বাহী ট্রেন পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেছে। সেক্ষেত্রে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে স্বাস্থ্য বিধি মোতাবেক সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে নিম্নলিখিত  আট  জোড়া ট্রেন  আগামীকাল থেকে চলাচল করবে।

সুবর্ণ এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম; সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ,চট্টগ্রাম - ঢাকা-চট্টগ্রাম; কালনী এক্সপ্রেস, সিলেট -ঢাকা-সিলেট; পঞ্চগড় এক্সপ্রেস, বী মু সিরাজুল ইসলাম-ঢাকা-বী মু সিরাজুল ইসলাম; বনলতা এক্সপ্রেস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ -ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ; লালমনি এক্সপ্রেস, লালমনিরহাট-ঢাকা-লালমনিরহাট; উদয়ন/পাহাড়িকা এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম-সিলেট-চট্টগ্রাম; চিত্রা এক্সপ্রেস, খুলনা-ঢাকা-খুলনার মধ্যে চলাচল করবে।

 পরবর্তীতে ৩ জুন থেকে চলবে ১১ জোড়া ট্রেন। তিস্তা এক্সপ্রেস, ঢাকা-দেওয়ানগঞ্জ বাজার-ঢাকা; বেনাপোল এক্সপ্রেস, বেনাপোল-ঢাকা-বেনাপোল; নীলসাগর এক্সপ্রেস, চিলাহাটি-ঢাকা-চিলাহাটি; রূপসা এক্সপ্রেস, খুলনা-চিলাহাটি; কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস, খুলনা-রাজশাহী-খুলনা; মধুমতি এক্সপ্রেস, রাজশাহী-গোয়ালন্দঘাট-রাজশাহী; মেঘনা এক্সপ্রেস, চাঁদপুর-চট্টগ্রাম-চাঁদপুর; কিশোরগঞ্জ এক্সপ্রেস, ঢাকা-কিশোরগঞ্জ-ঢাকা; উপকূল এক্সপ্রেস, নোয়াখালী-ঢাকা-নোয়াখালী; ব্রহ্মপুত্র এক্সপ্রেস, দেওয়ানগঞ্জ বাজার-ঢাকা-দেওয়ানগঞ্জ বাজার; কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস, কুড়িগ্রাম-ঢাকা-কুড়িগ্রামের মধ্যে চলাচল করবে।

 যাত্রী সাধারণকে যেসব বিধি মেনে ট্রেনে চলাচল করতে হবে সেগুলো হলো- প্রত্যেক যাত্রী নিজেকে সুরক্ষায় সচেষ্ট থাকবেন, সহযাত্রীকে সুরক্ষায় সহযোগীতা করবেন। টেনের ৫০% টিকেট বিক্রি করা হবে। সকল ট্রেনের টিকেট অনলাইনে সংগ্রহ করতে হবে,কাউন্টারে টিকেট বিক্রি হবে না। যাত্রী সাধারণকে আবশ্যিকভাবে মাস্ক পরিহিত অবস্থায় স্টেশন এলাকায় বা ট্রেনে প্রবেশ করতে হবে। ট্রেনের অভ্যন্তরে যাত্রীদের নির্দিষ্ট আসনে অবস্থান করতে হবে। ট্রেনে আরোহণ এবং অবতরণের জন্য নির্দিস্ট দরজা ব্যবহার করতে হবে। বর্তমান স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার লক্ষ্যে ট্রেনে খাবার সরবরাহ বন্ধ থাকবে। যাত্রার তারিখ-সহ ৫ দিন পূর্ব হতে টিকেট ক্রয় করা যাবে।

 যাত্রীদের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে নিতে হবে। তাপমাত্রা পরিমাপের সুবিধার্থে যাত্রীদের ট্রেন ছাড়ার কমপক্ষে ৬০ মিনিট পূর্বে স্টেশনে পৌঁছাতে হবে। কোনো অবস্থাতেই টিকেট ছাড়া প্লাটফরমে প্রবেশ করা যাবেনা। দর্শনার্থী/প্লাটফরম টিকেট বিক্রয় বন্ধ থাকবে। মাসিক/স্বল্পদূরত্বের যেমনঃ ঢাকা বিমানবন্দর, জয়দেবপুর, নরসিংদীতে কোন ট্রেন থামবে না।

 এ সময় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সেলিম রেজা, মহাপরিচালক মো: শামসুজ্জামান সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শরিফ/ফারহানা/রফিকুল/মিজান/২০২০/১৯৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৯৬৬

**বিমান প্রতিমন্ত্রীর শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পরিদর্শন**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে):

 বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মাহবুব আলী  ১ জুন থেকে অভ্যন্তরীণ রুটে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক ফ্লাইট শুরু করার প্রস্তুতি দেখার জন্য আজ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল সরজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মহিবুল হক ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

 প্রতিমন্ত্রী এ সময় অভ্যন্তরীণ টার্মিনালে সকল স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে অবহিত হন। এ সময় তিনি অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের নবনির্মিত বর্ধিতাংশও পরিদর্শন করেন।

 এর পূর্বে প্রতিমন্ত্রী বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন। এ সময় নির্মাণ কাজের বিভিন্ন দিকের অগ্রগতি সম্পর্কে নির্মাণ কাজের সাথে জড়িত প্রকৌশলীগণ ও প্রকল্প পরিচালক প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

 পরিদর্শনকালে মাহবুব আলী বলেন, গত ২৮ ডিসেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তৃতীয় টার্মিনালের নির্মাণ কাজ উদ্বোধনের পর থেকেই কোন ধরনের বিরতি ছাড়াই তা চলমান রয়েছে। দেশে করোনা ভাইরাসের কারণে ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যেও এই কাজ চলমান ছিল। কাজের অগ্রগতি সন্তোষজন।নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে।

 তিনি আরো বলেন, অভ্যন্তরীণ রুটে পরিচালিত বিমানসমূহের যাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিমানবন্দরে সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সকল যাত্রীকে বিমানে ভ্রমণ করার সময় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ ও সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

#

তানভীর/ফারহানা/রফিকুল/মিজান/২০২০/১৯৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৯৬৫

**জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার গোলাম রাব্বানি হেলালের মৃত্যুতে ক্রীড়া ও নৌ- প্রতিমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে):

 জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার, আবাহনী লিমিটেডের পরিচালক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গোলাম রাব্বানি হেলালের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মো. জাহিদ হাসান রাসেল ও নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী।

 আজ এক শোকবার্তায় তাঁরা বলেন, প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় হেলালের মৃত্যুতে দেশ একজন কৃতি ফুটবলার ও দক্ষ সংগঠককে হারালো, যা জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা  করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

#

আরিফ/ফারহানা/রফিকুল/মিজান/২০২০/১৯২৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৯৬৪

**দু'দফা ক্ষমতায় থেকেও বিএনপি  জিয়াহত্যার বিচার না করা রহস্যজনক -তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে) :

 'বেগম খালেদা জিয়া দু'দফা ক্ষমতায় থেকেও জিয়াহত্যার বিচার না করা রহস্যজনক' বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

 আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময়কালে 'জিয়ার মৃত্যুবার্ষিকীতে বিএনপি মাজারে যায়, কিন্তু জিয়াহত্যার বিচার চায়না' - এবিষয়ে মন্তব্য চাইলে মন্ত্রী একথা বলেন।

 ড. হাছান মাহমুদ বলেন, 'জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দুই দফায় দশবছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, আরো একবার বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে একমাসের বেশি ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। এটি সত্যিই রহস্যজনক যে জিয়াউর রহমান হত্যার বিচার তিনি করলেন না। সেকারণে জনগণের মনেও এটি প্রশ্ন যে, জিয়হত্যার বিচার করলে থলের বিড়াল বেরিয়ে যাবে, এজন্যই কি তিনি বিচার করেননি!'

 মন্ত্রী বলেন, 'সরকারের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনার কারণেই এখনো আশপাশের দেশ ও ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে আমাদের দেশে করোনায় আক্রান্তদের মৃত্যুহার অনেক কম, কিন্তু রুহুল কবির রিজভীসাহেব সহ বিএনপিনেতারা যেভাবে কথাবার্তা বলছেন, তাতে মনে হয়, তারা বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার উপদেষ্টার দায়িত্ব পেয়েছেন।'

 বিএনপি'কে আশপাশের দেশসহ বিশ্বের দিকে তাকানোর অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে করোনা সংক্রমণের হার আমাদের চেয়ে বেশি। ভারতে সংক্রমণ চীনকে ছাড়িয়ে গেছে। আর বেলজিয়ামে সংক্রমিতদের মৃত্যুহার ১৫ শতাংশ, বৃটেনে ১৪,  যুক্তরাষ্ট্রে ৬, ভারতে ৩ দশমিক ২, পাকিস্তানে ২ এর বেশি আর আমাদের দেশে ১ দশমিক ৩৬ শতাংশ। আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা যদি ভালো না হতো, তাহলে মৃত্যুহার ভারত-পাকিস্তানের মতো বা তার চেয়ে বেশি হতো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও সংশ্লিষ্ট সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই আমরা মৃত্যুহার কমিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছি।'

 ড. হাছান আরো বলেন, 'যাদের প্রয়োজন সেইসব মানুষকে খুঁজে খুঁজে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। কেউ চায়নি, কিন্তু মোবাইলে আড়াই হাজার টাকা করে পৌঁছে গেছে, দাবি না থাকা সত্ত্বেও কওমী মাদ্রাসাগুলো সহায়তা পেয়েছে, ঈদের আগে সহায়তা পৌঁছেছে মসজিদগুলোতেও। সাংবাদিক, শিল্পীসহ বিভিন্ন পেশার অসহায় মানুষের জন্য প্রধানমন্ত্রী সহায়তা দিচ্ছেন। আমি বিএনপি'কে একটু চক্ষু মেলিয়া আশপাশের দেশে কোথাও এমন ত্রাণ ও সহায়তা দেয়া হয়েছে কি না দেখতে অনুরোধ জানাই।'

 করোনা মহামারি মোকাবিলায় উহানে করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দেবার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের সুরক্ষার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, চীনসহ অন্যান্য দেশ থেকে তখন যারাই এসেছেন, সবাইকে 'হোম' এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়। দেশে আগত সকল পণ্যবাহী জাহাজকে বহির্নোঙরে রেখে সবার স্বাস্থ্যপরীক্ষা করে নিশ্চিত হবার পরই ভিড়তে দেয়া হয়েছে, স্থলবন্দরের জন্যও সেব্যবস্থা ছিল। এরপরও ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনারোগী শনাক্ত হয়, যেমন বিশ্বের অন্যান্য দেশও নানা পদক্ষেপ নিয়েছিল, কিন্তু কোনো দেশই করোনা থেকে মুক্ত থাকেনি।

 তথ্যমন্ত্রী বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব ও  সময়োপযোগী বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত সব শংকা-আশঙ্কা মিথ্যে প্রমাণ করেছে। তিনি জানান, 'করোনা থেকে সুরক্ষার জন্য সরকারি ছুটি ঘোষণার পর থেকে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ইতিহাসের বৃহত্তম ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করেন। সরকারের ব্যবস্থাপনায় ছয় কোটি মানুষ ত্রাণ ও আরো এক কোটি মানুষ নানা সহায়তা পেয়েছেন। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১ কোটি ২০ লাখ পরিবারকে ত্রাণ দেয়া হয়েছে, যা অভাবনীয় এবং অন্য কোনো রাজনৈতিক দল তা করেনি । যেকারণে গত দু'মাসের বেশি প্রায় সবকাজ বন্ধ থাকার পরও পরম সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহ আর আমাদের চেষ্টায় একজন মানুষও অনাহারে মৃত্যুবরণ করেনি।'

 আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ড. রোকেয়া সুলতানা, দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন ও উপ-দপ্তর সম্পাদক সায়েম খান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/ফারহানা/রফিকুল/মিজান/২০২০/১৯১৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ১৯৬৩

**কোভিড**-**১৯** (**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ (৩০ মে):

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ১ লাখ ৯১ হাজার ৮ শত ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১১০ কোটি ৩৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে । ‌

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ১ হাজার ৭৬৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪৪ হাজার ৬০৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ২৮ জন-সহ এ পর্যন্ত ৬১০ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ হাজার ৯৯৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 এখন পর্যন্ত সর্বমোট ২৪ লাখ ৭০ হাজার ২টি পিপিই সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে মোট বিতরণ করা হয়েছে ২১ লাখ ৪ হাজার ৫৩৪টি এবং মজুত আছে ৩ লাখ ৬৫ হাজার ৪৬৮টি।

 সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/ফারহানা/রফিকুল/মিজান/২০২০/১৯২০ ঘন্টা